তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন ঃ ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮
ই-মেইল ঃ dioinfocom.bd@gmail.com
ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১১

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০ ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯১১০৬৩৮

ই-মেইল ঃ dioinfocom.bd@gmail.com, ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : ১৫ মার্চ, ২০১২

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	*বিষয়*	*পৃষ্ঠা*
	সূচীপত্রের সারণী	iii-vi
	মুখবন্ধ	vii
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে তথ্য কমিশনের সাক্ষাৎকার	ix
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তথ্য কমিশনের সাক্ষাৎকার	xi
	তথ্য কমিশনে সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভা	xiii-xix
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xxi-xxvi
অধ্যায় ১ ঃ	*তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা*	*১-৬*
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	০৩
১.২	সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি	০৪
১.৩	কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	০৪
১.৪	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
অধ্যায় ২ ঃ	*তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি*	*৭-১৮*
২.১	তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৯
২.১.১	গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ	৯
২.১.২	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের করণীয়	১০
২.১.৩	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসমূহ	১০
২.১.৪	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি	১১
২.১.৫	তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও জনগণের ক্ষমতায়ন	১১
২.১.৬	তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ	১২
২.১.৭	তথ্য কমিশনের ক্ষমতা	১৪
২.১.৮	তথ্য কমিশনের কার্যাবলী	১৪
২.১.৯	আপীল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১৫
২.১.১০	তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১৫
২.১.১১	জরিমানা আরোপ ও আদায়	১৬
২.২	তথ্য অধিকার আইনের বিশেষত্ব	১৬
২.৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক বিধি/প্রবিধানমালা জারী	১৭
অধ্যায় ৩ ঃ	*তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি*	*১৯-৮৪*
৩.১	জনঅবহিতকরণ সভা	২১
৩.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২১
৩.৩	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২১
৩.৪	মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা	২২
৩.৫	তথ্য কমিশনের সার্ভার স্টেশন স্থাপন	২২
৩.৬	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	২২

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩.৭	তথ্য কমিশন আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার তৎপরতা	২৪
৩.৮	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	২৮
৩.৯	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	২৯
৩.১০	তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা (অভ্যন্তরীণ)	২৯
	ক. প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির	২৯
	খ. তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	৩৭
	গ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	৫৪
	ঘ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	৬৬
৩.১১	তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণের কর্মতৎপরতা (আন্তর্জাতিক)	৬৯
	ক. প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির	৬৯
	খ. তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	৭৩
	গ. সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	৭৮
৩.১২	তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (গ্রামীণ ফোন, রবি, জনতা ব্যাংক)	৭৯
৩.১৩	তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৮২
	ক. ইউএসএআইডি/ প্রগতি	৮২
	খ. আর্টিকেল ১৯	৮৩
	গ. মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন	৮৩
	ঘ. ম্যানেজমেন্ট এণ্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)	৮৪
	ঙ. সোসাইট ফর মিডিয়া এন্ড সুইটেবল হিউম্যান কমিউনিকেশন টেকনিকস্ (সমষ্টি)	৮৪
	চ. বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই)	৮৪
অধ্যায় ৪ ঃ	*তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি*	*৮৫-১২৪*
৪.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি	৮৭
৪.২	প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ	৮৯
৪.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা	৮৯
৪.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৯
৪.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৮৯
৪.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৮৯
৪.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৯০
৪.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের বিশেষণ ও ৪টি কেস স্টাডি	৯০
৪.৯	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি মন্ত্রণালয়	৯৭
৪.১০	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি জেলা	৯৭
৪.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি এনজিও	৯৮
৪.১২	এনজিও কর্তৃক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার (কেসস্টাডি ও অন্যান্য রিপোর্টসমূহ)	৯৮
৪.১২.১	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৯৮
৪.১২.২	ব্র্যাক	১০০
৪.১২.৩	রিইব	১০১
৪.১২.৪	নাগরিক উদ্যোগ	১০৩
৪.১২.৫	ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)ঃ	১০৫
৪.১২.৬	নিজেরা করি	১০৬

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪.১৩	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশেষণ	১০৭
৪.১৩.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশেষণ	১০৭
৪.১৩.২	জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশেষণ	১০৮
৪.১৩.৩	বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের বিশেষণ	১০৯
৪.১৪	মৌখিক তথ্যের বিশেষণ	১১০
৪.১৫	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১১
৪.১৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব সমূহ	১১১
৪.১৬.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব	১১১
৪.১৬.২	জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব	১১৯
৪.১৬.৩	এনজিওসমূহ হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব	১২০
৪.১৭	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	১২১
৪.১৮	তথ্য কমিশনের সমন্বিত সুপারিশমালা ও সংস্কার প্রস্তাব	১২২
৪.১৯	উপসংহার	১২৩
অধ্যায় ৫ ঃ	*তথ্য অধিকার বিষয়ক জন অবহিতকরণ সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর*	১২৫-১৪৬
৫.১	তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক সংকলিত	১২৭
৫.২	তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম কর্তৃক সংকলিত	১৩১
৫.৩	সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার কর্তৃক সংকলিত	১৪৩
অধ্যায় ৬ ঃ	*মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশ্নোত্তরসমূহ*	১৪৭-১৭২
অধ্যায় ৭ঃ পরিশিষ্টসমূহ		১৭৩-৪২৪
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১৭৩
খ.	দায়েরকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্র	১৭৭
গ.	ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগ ও সিদ্ধান্তের কারণ	২০৭
ঘ.	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন	২২৯
ঙ.	জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	২৫৯
চ.	এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	২৯৩
ছ.	সরকারী বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের ইংরেজী সার-সংক্ষেপ	৩০৫
জ.	সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনসমুহ	৩১৭
ঝ.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	৩৪৩
ঞ.	সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভার বিস্তারিত বিবরণী	৩৪৭
ট.	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০	৩৬৫
ঠ.	তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১	৩৭১
ড.	তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১	৩৭৯
ঢ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরম সমূহ এবং জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলা সমূহের ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্যাদি	৪১৭-৪২২

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মুখবন্ধ

বর্তমান সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার অর্জন, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিফলন হিসাবে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে কমিশন আইনটি বাস্তবায়নে ও এর সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে কমিশন তার কাজে কর্মে তথ্য প্রত্যাশী জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক বা সামাজিক প্রয়োজনে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এ আইনটি ব্যবহার হচ্ছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য এ আইনের আলোকে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে জরিমানাও করা হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। তবে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি চর্চার কারণে অতি দ্রুত তথ্য অধিকার আইনটি পূণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এতদসত্ত্বেও এ আইন বাস্তবায়নে ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কেন্দ্রিয় এবং মাঠ পর্যায়ের সরকারী দপ্তর, বে-সরকারী সংস্থা, গণমাধ্যম, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ যেভাবে আন্তরিকভাবে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে সেজন্য তথ্য কমিশনের পক্ষ হতে তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন অর্জন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড, মতামত ও সুপারিশমালা নিয়ে তথ্য কমিশন ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যাঁরা তথ্য ও পরামর্শ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে কমিশনকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। দু'জন তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম-এর আন্তরিক সহায়তা ছাড়া এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। কমিশন সচিবালয়ের প্রধান তথা সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এ প্রতিবেদন প্রকাশে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে শ্রম ও মেধা দিয়ে অবদান রেখেছেন সেজন্য তাঁর প্রতি ও তাঁর টিমের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করি এ প্রতিবেদন তথ্য কমিশন ও এর কর্মকাণ্ড, এর সীমাবদ্ধতা, তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিলুর রহমানের নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির। উপস্থিত আছেন তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গত ০৩-২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গত ১০-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, এলজিডি সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, তথ্য কমিশনের সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার ও এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গত ১৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গত ২৮-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত সচিবগণের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনারগণ ও সচিবগণ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম বিবেচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ করেছে। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এবং এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি জনগণের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারার আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারেও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার মাধ্যমে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি দেশবাসীকে অবহিত করা হবে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার এবং সেক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন কোন কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী জারি করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং ইনডেক্সিংএর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ ও জনগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রচারের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ জারী করা হয়। এছাড়া কমিশনের অভিযোগ নিষ্পত্তির গাইডলাইন হিসাবে তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ এবং তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে জারি করা হয়। উক্ত প্রবিধিমালাসমূহ সারা দেশের সরকারী দপ্তরসমূহে অনুসরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের বার্তা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আইনের সুফল ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য কমিশন সারা দেশে দাপ্তরিক প্রধান, এনজিও প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সারা দেশে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করছে। পাশাপাশি তথ্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যাতে যথাযথভাবে আইনটি অনুসরণ করে তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারেন সেজন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করছে। সারা দেশে ৫১ টি জেলায় এরূপ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে ২২৯৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ১০ হাজারের অধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যাদের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা তথ্য কমিশনের ওয়েবাসইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সর্বদা তথ্য কমিশনকে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। তথ্য কমিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সচিব ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিশনকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও কর্পোরেট সংস্থাও তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদসংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এবং তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিবিধ বিষয়াদি উলেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৭৮০৮ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭৬৭১ টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৩৭ টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৮.২৫% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের হার ১.৭৫%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৭৮০৮ টি আবেদনের মধ্যে ৭১১৬ টি আবেদনের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৭.৫৪%। ১০৪টি (১.৩৩%) আবেদন অনিস্পন্ন রয়েছে এবং ৮৮ টি (১.১৩%) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অধিকাংশ আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করায় আপীলের সংখ্যাও খুবই কম। তথ্য প্রদান না করায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার্র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রতিবেদন তথ্য কশিমনে পাওয়া যায়নি। তবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর শুনানী অন্তে একজন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৪৪ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়। ৬০ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় কমিশনের সভায় আমলে গ্রহণ করা হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় ২০১১ সালে সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ২০,১৫,৮৩২ টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইন জারীর পর বাংলাদেশ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাচিত তথ্য সরবরাহ করে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ মোট ১৯,৮৯,০০০ টাকা আদায় করেছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি। এক্ষেত্রে যাচিত তথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহযোগ্য ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

সারা দেশে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ৫ টি মন্ত্রণালয় হচ্ছে (ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী কর্ম কমিশন (১৮৩১ টি) (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় (৫৯৮ টি), (গ) অর্থ মন্ত্রণালয় (৩৫৭ টি), (ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (৬০ টি), (ঙ) তথ্য মন্ত্রণালয় (১৮ টি)। সর্বোচ্চ আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি জেলা হচ্ছে (ক) কুমিলা- (১৯২১ টি), (খ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১০৬২) টি, (গ) রংপুর (৫২৩ টি), (ঘ) নওগাঁ (৩০২ টি) ও (ঙ) রাঙ্গামাটি (২৫৩ টি)। বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি সংস্থা হচ্ছে (ক) সোসাইটি অব রেনেসাঁ (৪২ টি), (খ) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) (২৫টি), (গ) ব্র্যাক (১৮ টি) ও (ঘ) ওয়েভ ফাউন্ডেশন (৭ টি) ও (ঙ) সচেতন সাহায্য সংস্থা (৬ টি)।

তথ্য কমিশন ২০১১-১২ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭২০.৭৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০১১ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৭৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী সংস্থার নিকট হতে তথ্য কমিশন যেসকল সুপারিশ পাওয়া গেছে তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে কর্মকর্তাগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার লক্ষ্যে প্রধান তথ্য কমিশনার/তথ্য কমিশনার/সচিবকে উপস্থিত থেকে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং এসব সভায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করা;
- তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা তৈরির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- তথ্য অধিকার আইনটি সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য ভাবে পৌঁছানো এবং সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান কতৃক যথাযথভাবে অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- তথ্য সরবরাহকারী এবং তথ্য গ্রহীতা সবার জন্য এ আইনের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা;
- আইনের কতিপয় সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করা ও আইনের কতিপয় বিধান সংশোধন করে আবেদনে তথ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য উলেখ থাকার বিধান করা;
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিকৃত করে প্রকাশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা;
- শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বিষয়ের সাথে আইনটির সামঞ্জস্যতা নিয়ে আসা;
- নতুন আইন হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে আইনের বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ;
- হয়রানিমূলক বা দুর্বোদ্ধ ও অহেতুক তথ্য চাহিদাকে নিরুৎসাহিত করা এবং আইনের অপপ্রয়োগ রোধ করা;
- তথ্য প্রদানের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা;
- তথ্য প্রত্যাশী ও তথ্যপ্রদানকারীসহ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও ইতিবাচক প্রচারণা চালানো;
- পাঠ্যপুস্তকে ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে তথ্য অধিকার আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের লালিত বিদ্যমান গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের একটি গাইডলাইন ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি পরিপত্র জারি করা;
- স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ জোরদার করা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা;
- তথ্য কমিশনকে সচিবালয় ব্যাকবোন লাইনের সাথে ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা;
- সকল ক্ষেত্রে ইউনিকোড ব্যবহার করা;
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সাথে Grievance Redress System সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিটি সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত অফিসের দৃশ্যমান স্থানে 'তথ্য প্রদান শাখা' স্থাপন করাসহ সেখানে প্রয়োজনীয় লোকবল পদায়ন/নিয়োজিতকরণ;
- প্রশাসনিক বিভাগ পর্যায়ে তথ্য কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন;
- আইন বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা;
- বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা;
- প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কতৃক তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অফিস সরঞ্জামাদি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ;
- জনগণের তথ্য জানার অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছর ১ জুলাই তারিখে র‍্যালি, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করার মাধ্যমে সরকারীভাবে "তথ্য অধিকার দিবস" উদযাপন করা;
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারণা চালানো, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ছাপানো ফরম সরবরাহ করা;
- প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশনের ঠিকানা সম্বলিত বোর্ড টাঙ্গানো নিশ্চিত করা;
- আইনটি জনপ্রিয় করতে গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড যেমন, গণ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা এবং পোষ্টার, লিফলেট, বিল বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালানো ; ইত্যাদি ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে যেসকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে তন্মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি/সীমাবদ্ধতা, তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার অপর্যাপ্ততা, সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অভাব, তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা ও দুর্বলতা, সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনীহা, তথ্য সংরক্ষণের অপার্যাপ্ত ব্যবস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি উলেখযোগ্য ।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনা করে তথ্য কমিশন কতিপয় সমন্বিত সুপারিশমালা ও সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছে ।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম বিভিন্ন পন্থায় প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে । প্রান্তিক জনগণ কর্তৃক এ আইন ব্যবহারের প্রয়োজনীতা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ডিজিটাল এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এই দুইটি আইন মুল অনুঘটক বিধায় তথ্য অধিকার আইনকে সরকারের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিস্তৃত তথ্য প্রযুক্তি তথা তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহকে তথ্য কমিশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সেবা প্রদান করা যেতে পারে। সরকারী সকল তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইনটি ও তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সরকারী প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য কেন্দ্রিয় সার্ভারে সংরক্ষণের মাধ্যমেও জনগণকে সঠিক তথ্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, প্রশাসন যন্ত্রের স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি রোধে নেতৃত্বের বিকাশ এবং জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন সহায়ক বিধায় দুর্নীতি দমন আইন ও তথ্য অধিকার আইনকে পারস্পরিক সহযোগী ভূমিকায় আনা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের সাথে যে সকল আইন (বিশেষত অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩, বিভিন্ন বিজনেস রুলস) সাংঘর্ষিক সেগুলি সংস্কারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ সাধ্য করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণ বাস্তাবায়নে নাটক, লোক সংগীত, আঞ্চলিক সংগীত, বিজ্ঞাপন, টক শো প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে আইনটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা প্রয়োজন।

পাশাপাশি তথ্য সারা দেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ে এ আইনের ওপর আলোচনা, র‍্যালী আয়োজন করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন করে জনসাধারণকে আইনটি ব্যবহার করার ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে তথত্য অধিকার ক্যাম্প আয়োজন করা যেতে পারে। তথ্য কমিশনের জনঅবহিতকরণ সভা উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করা প্রয়োজন। প্রতি জেলায় একজন করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পরামর্শক নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সাংবাদিক সমাজকেও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ কিংবা প্রশিক্ষন প্রদান করা যেতে পারে।

আইন জারির দুই বছর পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা আইন লঙ্ঘন ও আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের শামিল। কাজেই যেসকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা অনুসারে সকল দপ্তর কর্তৃক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কার্যক্রম নিশ্চত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরগুলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা, আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টতা আনয়ন, তথ্য না প্রদান সংক্রান্ত তালিকা হ্রাস করা, সরকারী অনুদান ও ভর্তুকী গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা, আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, তথ্য কমিশনের জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনটি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন এবং তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এটি সম্পর্কিত বিধায় এটি একটি রাজনৈতিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় থেকে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য কমিশন এখনো শাসন ব্যবস্থার মূল ধারার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখনো গড়ে উঠতে পারেনি এবং তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিশেষ করে স্বঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ব্যক্তি, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সুফল লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো কার্যকর কৌশল রপ্ত করতে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পারেনি। সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং অপর্যাপ্ত জনবল ও পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে রয়ে গেছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে বেসরকারী সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তথ্য কমিশন সফল হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

জনগণের তথ্য অধিকার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশবাসীর মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং কর্পোরেট সংস্থাসমূহ তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশনকে সহায়তা করে যাচ্ছে। তবে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি হওয়ায় কমিশনকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্চতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতায় রূপ দিতে সংশিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor